Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মহিলাদের এতেকাফের মাসাআলা মাসায়েল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাহিদা আরজুমান বেগম

রোলঃ 23100120369

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মহিলাদের এতেকাফের মাসাআলা মাসায়েল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাহিদা আরজুমান বেগম

রোলঃ 23100120369

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মহিলাদের এতেকাফের মাসাআলা মাসায়েল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাহিদা আরজুমান বেগম, আইডিঃ 23100120369 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

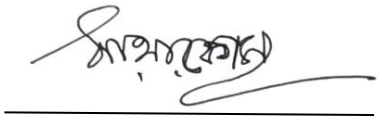
এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মহিলাদের এতেকাফের মাসাআলা মাসায়েল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সাহিদা আরজুমান বেগম

আইডিঃ 23100120369

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১. ভূমিকা.....8

১.১ আল্লাহর প্রশংসা ও দরূদ পাঠ:.....8

১.২ এতেকাফের মূল দর্শন:.....8

১.৩ কুরআনের অকাট্য প্রমাণ:.....9

১.৪ হাদিসের আলোকে গুরুত্ব:.....9

১.৫ সামাজিক প্রেক্ষাপট ও অজ্ঞতা:.....10

১.৬ গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:.....10

২. এতেকাফের পরিচয়.....11

২.১ এতেকাফ শব্দের আভিধানিক পরিচয়:.....11

২.২ এতেকাফের শরয়ি বা পারিভাষিক সংজ্ঞা:.....11

২.৩ এতেকাফের মূল তত্ত্ব:.....12

২.৪ কিতাবুল্লাহর আলোকে এতেকাফের বৈধতা:.....12

২.৫ সুন্নাহর আলোকে এতেকাফ:.....13

২.৬ নারীদের এতেকাফের প্রধান দলিল:.....13

২.৭ এতেকাফের প্রকারভেদ: ইসলামী শরিয়ত ও ফিকহ শাস্ত্রের আলোকে এতেকাফকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে:.....14

২.৮ এতেকাফের মূল উদ্দেশ্য:.....14

২.৯ মহিলাদের জন্য এতেকাফের গুরুত্ব:.....15

৩. এতেকাফের গুরুত্ব ও ফযিলত.....16

৩.১ আধ্যাত্মিক গভীরতা:.....16

৩.২ ঐশ্বরিক প্রশান্তি লাভ:.....16

৩.৩ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবিচলতা:.....17

৩.৪ লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান:.....17

৩.৫ আত্মশুদ্ধির ডকইয়ার্ড:.....18
৩.৬ গুনাহ থেকে বাঁচার ঢাল:.....18
৩.৭ ফেরেশতাদের নিরবচ্ছিন্ন দোয়া:.....19
৩.৮ মহিলাদের এতেকাফের বিশেষ ফযিলত:.....19
৪. কুরআন ও হাদিসের আলোকে এতেকাফ.....21
৪.১ কুরআনের অকাট্য ভিত্তি:.....21
৪.২ আইনি বিধিনিষেধ ও আয়াত:.....21
৪.৩ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাস্তব সুন্নাহ:.....22
৪.৪ উম্মাহাতুল মুমিনীনদের ধারাবাহিকতা:.....22
৪.৫ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুদীর্ঘ সাধনা:.....22
৪.৬ শেষ দশকের ঐকান্তিক প্রস্তুতি:.....23
৪.৭ নারীদের তাঁবু খাটিয়ে এতেকাফের বিবরণ:.....23
৪.৮ সালাফে সালেহীনের বক্তব্য:.....24
৫. মহিলাদের এতেকাফের বিধান.....25
৫.১ শরয়ি সমতা ও নারীদের অধিকার:.....25
৫.২ 'মসজিদুল বাইত' বা ঘরের নির্ধারিত স্থান:.....25
৫.৩ স্বামীর অনুমতি ও বৈবাহিক আইনি শর্ত:.....26
৫.৪ সুনির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারণ:.....26
৫.৫ ইবাদতের চমৎকার রুটিন:.....26
৫.৬ অনর্থক কাজ থেকে দূরে থাকা:.....27
৫.৭ হায়েজ বা প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা:.....27
৫.৮ পারিবারিক দায়িত্ব ও সহযোগিতা:.....27
৫.৯ আত্মিক ও ব্যবহারিক নেয়ামত লাভ:.....28
৬. মহিলাদের এতেকাফের মাসআলা-মাসায়েল.....29

৬.১ নিয়তের মাসআলা: 29
৬.২ সীমানা নির্ধারণের মাসআলা: 29
৬.৩ জরুরি মানবীয় প্রয়োজন: 29
৬.৪ কথাবার্তার সীমা: 30
৬.৫ ডিজিটাল ডিভাইসের শরয়ি বিধান: 30
৬.৬ বিশ্রাম ও আরামের মাসআলা: 30
৬.৭ শিশুর যত্ন ও মাতৃত্বের হক: 30
৬.৮ পর্দার কঠোরতা বজায় রাখা: 31
৬.৯ সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া পাঠ: 31
৭. মহিলাদের এতেকাফ ভঙ্গের কারণসমূহ 32
৭.১ স্থান ত্যাগের কারণে ভঙ্গ হওয়া: 32
৭.২ দাম্পত্য মিলনের নিষেধাজ্ঞা: 32
৭.৩ প্রাকৃতিক ও ঋতুস্রাবের কারণ: 32
৭.৪ স্বেচ্ছায় নিয়ত ভঙ্গ করা: 33
৭.৫ অজ্ঞান বা মস্তিস্কের বিকৃতি: 33
৭.৬ কবিরা গুনাহের প্রভাব: 33
৭.৭ বাণিজ্যিক লিপ্ততা: 33
৭.৮ আপৎকালীন ও জরুরি অবস্থা: 34
৭.৯ কাজা আদায়ের পদ্ধতি: 34
৮. বর্তমান সমাজে মহিলাদের এতেকাফের বাস্তবতা 35
৮.১ আধুনিক সমাজে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ: 35
৮.২ সামাজিক ও পারিবারিক ব্যস্ততার চ্যালেঞ্জ: 35
৮.৩ ডিজিটাল আসক্তির কুফল: 35
৮.৪ ঘরকেন্দ্রিক আমলের মনস্তাত্ত্বিক সৌন্দর্য: 35

৮.৫ আধুনিক ফিতনা থেকে মুক্তির উপায়:.....36
৮.৬ পরবর্তী প্রজন্মের ওপর ইতিবাচক প্রভাব: 36
৮.৭ সঠিক মাসআলা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা:.....36
৯. উপসংহার 37

১. ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين।

১.১ আল্লাহর প্রশংসা ও দরূদ পাঠ:

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য নিবেদিত, যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং ইবাদতের নানাবিধ অনুষঙ্গের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের অবারিত সুযোগ দান করেছেন। দরূদ ও অফুরন্ত সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত, সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি, যাঁর পবিত্র সুন্নাহ ও জীবনআদর্শ আমাদের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির একমাত্র পাথেয়। একই সাথে সালাম বর্ষিত হোক তাঁর পুণ্যবতী পরিবারবর্গ (উম্মাহাতুল মুমিনীন) এবং সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামের প্রতি, যাঁরা দ্বীনের প্রতিটি বিধানকে নিজেদের জীবনের পরতে পরতে বাস্তবায়ন করে আমাদের জন্য সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

১.২ এতেকাফের মূল দর্শন:

ইসলামের আধ্যাত্মিক, মানসিক ও ব্যবহারিক ইবাদতসমূহকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর মধ্যে 'এতেকাফ' একটি বিশেষ ও অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত। এতেকাফের মূল দর্শন হলো, বান্দা পার্থিব জীবনের যাবতীয় ব্যস্ততা, কোলাহল, পারিবারিক ও সামাজিক মায়া-মহব্বত থেকে নিজেকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে। এটি এমন এক সাধনা যা মানুষের কলুষিত আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ককে এক নিবিড় ও গভীর পর্যায়ে নিয়ে যায়। বিশেষত পবিত্র রমজান মাসের শেষ দশকে এতেকাফ পালন করা অত্যন্ত ফযিলতপূর্ণ আমল। রাসুলুল্লাহ ﷺ মদিনায় হিজরতের পর থেকে ওফাত পর্যন্ত প্রতি বছর নিয়মিত শেষ দশকে এতেকাফ পালন করতেন এবং তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীগণও

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এবং তাঁর ওফাতের পরেও এই আমল অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে জারি রেখেছিলেন।

১.৩ কুরআনের অকাট্য প্রমাণ:

মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা আল-বাকারায় এতেকাফের আইনি বৈধতা ও এর পবিত্রতার সীমারেখা স্পষ্ট করে ইরশাদ করেন—

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ **অর্থ:** "আর তোমরা যতক্ষণ মসজিদে এতেকাফ অবস্থায় থাকবে, ততক্ষণ স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবে না।" — সূরা আল-বাকারা: ১৮৭

এই পবিত্র আয়াত দ্বারা ইসলামী শরিয়তে এতেকাফের বৈধতা, গুরুত্ব এবং এর কাঠামোগত অস্তিত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

১.৪ হাদিসের আলোকে গুরুত্ব:

এছাড়া বহু সহিহ হাদিসে এতেকাফের অসামান্য ফযিলত, এর আধ্যাত্মিক গুরুত্ব এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিধান বর্ণিত হয়েছে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে—

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّه» **অর্থ:** "নবী কারীম ﷺ মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত নিয়মিত রমজানের শেষ দশকে এতেকাফ করতেন। " — সহিহ আল-বুখারি

১.৫ সামাজিক প্রেক্ষাপট ও অজ্ঞতা:

ইসলামী শরিয়তে নারীদের জন্য এতেকাফের বিশেষ বিধান ও সুবর্ণ সুযোগ বিদ্যমান থাকলেও, বর্তমান যুগে আমাদের সমাজে এ বিষয়ে নানাবিধ ভুল ধারণা, কুসংস্কার এবং চরম অজ্ঞতা পরিলক্ষিত হয়। অনেক সাধারণ মানুষের মাঝে এমন ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, মহিলারা এতেকাফ করতে পারেন না বা নারীদের জন্য এতেকাফ প্রামাণ্য কোনো আমল নয়। আবার অনেকেই এতেকাফ করতে আগ্রহী হলেও এর সঠিক নিয়ম-কানুন, স্থান নির্ধারণ এবং মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে সম্যক অবগত নন। অথচ ক্লাসিক্যাল ফিকহের কিতাবসমূহকে খতিয়ে দেখলে, বিশেষ করে হানাফি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফতোয়ার গ্রন্থগুলোতে মহিলাদের এতেকাফের বিস্তারিত রূপরেখা এবং মাসআলা-মাসায়েল অত্যন্ত নিখুঁত ও বাস্তবমুখীভাবে বর্ণিত হয়েছে।

১.৬ গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:

বর্তমান সমাজে মুসলিম মহিলাদের মাঝে দ্বীনি চর্চা, কুরআন শিক্ষা ও ইসলামি জ্ঞান অর্জনের হার আশাব্যঞ্জকভাবে বৃদ্ধি পেলেও এতেকাফ সংক্রান্ত সঠিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের অভাব এখনো প্রবলভাবে লক্ষ করা যায়। এই প্রেক্ষাপটে "মহিলাদের এতেকাফের মাসআলা-মাসায়েল" বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ। বক্ষ্যমাণ গবেষণাপত্রে পবিত্র কুরআন, সহিহ হাদিস এবং ফিকহ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য উৎসের আলোকে মহিলাদের এতেকাফের আইনি বিধান, স্থান নির্ধারণের শর্তাবলি, এতেকাফ অবস্থায় করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ, এতেকাফ ভঙ্গের কারণ এবং সমসাময়িক সামাজিক বাস্তবতার একটি বস্তুনিষ্ঠ ও তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলার নিকট বিনীত দোয়া, তিনি যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল ও মঞ্জুর করেন এবং এটিকে উম্মাহর জন্য দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জনের একটি উত্তম মাধ্যম বানান। আমীন।

২. এতেকাফের পরিচয়

২.১ এতেকাফ শব্দের আভিধানিক পরিচয়:

আরবি 'ইতিকাফ' (اعتِكَاف) শব্দটি 'আকাফা' (عَكَفَ) মূলধাতু বা বাবে ইফতিয়াল থেকে গঠিত একটি ক্রিয়ামূল। এর আভিধানিক অর্থ হলো কোনো স্থানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করা, নিজেকে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ রাখা, কোনো কিছুর ওপর স্থির থাকা বা কোনো বিশেষ কাজকে আঁকড়ে ধরে থাকা। পরিভাষার বৈচিত্র্যে এর অর্থ দাঁড়ায় দুনিয়াবি বিষয় থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া। বিশ্বখ্যাত আরবি অভিধান 'লিসানুল আরব' গ্রন্থে ইমাম ইবনে মানযুর (রহ.) এতেকাফের মূল ধাতুর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন—

«العكوف: الإقامة على الشيء ولزومه» **অর্থ:** "কোনো বিষয়ের ওপর অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করা এবং সেটাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকাকেই আকুফ বা এতেকাফ বলা হয়।"

অতএব, শাব্দিক অর্থ বিবেচনা করলে দেখা যায়, এতেকাফ হলো কোনো পবিত্র বা মহান উদ্দেশ্যে নিজেকে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে বন্দি বা আবদ্ধ করে নেওয়া।

২.২ এতেকাফের শরয়ি বা পারিভাষিক সংজ্ঞা:

ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত সাপেক্ষে, ইবাদতের নিয়তে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিশেষ কোনো স্থানে অবস্থান করাকে এতেকাফ বলা হয়। ফকীহগণ এতেকাফের সংজ্ঞায় নিয়ত এবং স্থানকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ইসলামী আইন ও ফিকহ শাস্ত্রের প্রধান ধারা, বিশেষ করে হানাফি মাযহাবের প্রামাণ্য গ্রন্থ অনুযায়ী এতেকাফের সংজ্ঞা হলো— "নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে পুরুষদের ক্ষেত্রে জামে মসজিদে অথবা মহিলাদের ক্ষেত্রে ঘরের নির্ধারিত নামাজের স্থানে (মুসল্লা) ইবাদতের নিয়তে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করাকে এতেকাϕ বলে।"

২.৩ এতেকাফের মূল তত্ত্ব:

এতেকাফের এই পারিভাষিক রূপটি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, এটি কেবল একটি শারীরিক অবস্থান নয়, বরং এটি মনের গভীর থেকে আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার একটি আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া। এতেকাফের মাধ্যমে একজন মুমিন বান্দা নিজেকে পার্থিব সমস্ত চিন্তা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পারিবারিক কোলাহল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে চব্বিশ ঘণ্টা নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির-আজকার ও দোয়ার মধ্যে নিজের সময়কে অতিবাহিত করে।

২.৪ কিতাবুল্লাহর আলোকে এতেকাফের বৈধতা:

পবিত্র কুরআন এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুপ্রমাণিত সুন্নাহ দ্বারা এতেকাফের বৈধতা ও গুরুত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণিত। মানব ইতিহাসের সূচনা ও পূর্ববর্তী নবীগণের যুগেও যে এতেকাফের অস্তিত্ব ছিল, তা পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রতিয়মান হয়। মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

﴿وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود ﴾

অর্থ: "আর আমি ইবরাহিম ও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার ঘরকে তওয়াফকারী, এতেকাফকারী এবং রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখো।"
— সূরা আল-বাকারা: ১২৫

এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এতেকাফ ইসলামের একটি চিরন্তন আমল, যা পূর্ববর্তী আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের যুগ থেকেও শরিয়তসম্মত এবং অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত হিসেবে স্বীকৃত ছিল।

২.৫ সুন্নাহর আলোকে এতেকাফ:

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র হাদিস ভাণ্ডারে এতেকাফ সম্পর্কে অসংখ্য সহিহ বর্ণনা পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজে এই আমলটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন এবং সাহাবিদেরও এর প্রতি উৎসাহিত করতেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে—

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ»

অর্থ: "নবী কারীম ﷺ নিয়মিত রমজানের শেষ দশকে এতেকাফ করতেন।" — সহিহ আল-বুখারি

২.৬ নারীদের এতেকাফের প্রধান দলিল:

অন্য একটি বর্ণনায়, যা নারীদের এতেকাফের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দলিল, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন—

«أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ»

অর্থ: "নবী কারীম ﷺ এতেকাফ করেছেন এবং তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের কেউ কেউ তাঁর সাথে এতেকাফে অংশগ্রহণ করেছেন।" — সহিহ মুসলিম

এই হাদিসটি অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে, পুরুষদের মতো মহিলাদের জন্যও এতেকাফের আইনি ও শরয়ি বৈধতা রয়েছে এবং উম্মাহাতুল মুমিনীনদের আমল দ্বারা এটি সুপ্রমাণিত।

২.৭ এতেকাফের প্রকারভেদ: ইসলামী শরিয়ত ও ফিকহ শাস্ত্রের আলোকে এতেকাফকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে:

- **১. ওয়াজিব এতেকাফ:** কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে বা শর্তহীনভাবে এতেকাফ করার মান্নত বা নজর করে, তবে সেই মান্নত পূরণ করা শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব হয়ে যায়। ওয়াজিব এতেকাফের জন্য অবশ্যই রোজা রাখা শর্ত।
- **২. সুন্নতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়া এতেকাফ:** পবিত্র রমজান মাসের শেষ দশকের এতেকাফ অর্থাৎ ২০ রমজান সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্ত থেকে শুরু করে ঈদের চাঁদ দেখা পর্যন্ত নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করা। এটি 'আলাল কিফায়া' অর্থাৎ মহল্লার বা সমাজের কিছু লোক যদি এই এতেকাফ আদায় করে নেন, তবে পুরো মহল্লাবাসীর পক্ষ থেকে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।
- **৩. নফল এতেকাফ:** রমজান মাস ছাড়া অন্য যেকোনো সময়ে, যেকোনো দিনে ইবাদতের নিয়তে অবস্থান করাকে নফল এতেকাফ বলে। এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা বা রোজা রাখা শর্ত নয়।

২.৮ এতেকাফের মূল উদ্দেশ্য:

এতেকাফের মূল ও পরম উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন, অন্তরের কলুষতা দূরীকরণ এবং পূর্ণাঙ্গ আত্মশুদ্ধি লাভ করা। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে জীবিকা অন্বেষণ, পরিবার পরিচালনা এবং দুনিয়াবি নানা ব্যস্ততায় এত বেশি মগ্ন থাকে যে, অনেক সময় সে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে পড়ে। এতেকাফ মানুষকে সেই আধ্যাত্মিক গাফলত থেকে মুক্ত করে এবং বান্দার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় ও তাকওয়া বহুগুণ বৃদ্ধি করে।

২.৯ মহিলাদের জন্য এতেকাফের গুরুত্ব:

ইসলামী শরিয়ত নারীদের আত্মিক উন্নতি ও ইবাদত-বন্দেগির ব্যাপারে অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ গুরুত্ব দিয়েছে। পুরুষদের মতো নারীরাও যাতে ঘরের শান্তিময় পরিবেশে থেকে আল্লাহর বিশেষ রহমত ও মাগফিরাত লাভ করতে পারেন, সেজন্য মহিলাদের এতেকাফের বিশেষ বিধান দেওয়া হয়েছে। বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে ঘরের নির্দিষ্ট নামাজ আদায়ের স্থানে এতেকাফ করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে—

»كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَعْتَكِفْنَ مِنْ بَعْدِهِ «

অর্থ: "নবী কারীম ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ তাঁর ওফাতের পরেও নিয়মিত এতেকাফ পালন করতেন।" — সহিহ আল-বুখারি

৩. এতেকাফের গুরুত্ব ও ফযিলত

৩.১ আধ্যাত্মিক গভীরতা:

ইসলামের সামগ্রিক ইবাদত ব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রতিটি ইবাদতেরই একটি বাহ্যিক রূপ এবং একটি অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক রহস্য রয়েছে। এতেকাফ হলো এমন একটি সমন্বিত ইবাদত, যা বান্দাকে অল্প সময়ে আল্লাহর সবচেয়ে কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে। এটি কেবল একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসে থাকার নাম নয়, বরং এটি হলো নিজের অহংকার, দুনিয়াবি আভিজাত্য এবং ব্যস্ততাকে আল্লাহর দরবারে কোরবানি দেওয়ার এক অনন্য মহড়া। বিশেষ করে রমজান মাসের শেষ দশকে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

৩.২ ঐশ্বরিক প্রশান্তি লাভ:

দুনিয়ার নানাবিধ কোলাهل, পারিবারিক কোন্দল ও মানসিক অস্থিরতা থেকে দূরে থেকে বান্দা যখন নিজেকে আল্লাহর ঘরের বা ঘরের ইবাদতকক্ষের কোণে সমর্পণ করে, তখন তার অন্তরে এক স্বর্গীয় প্রশান্তি নেমে আসে। এই নির্জনতা বান্দাকে নিজের অতীত জীবনের গুনাহখাতা স্মরণ করে তাওবা করার সুযোগ দেয়, যা সাধারণ জীবনযাত্রায় সহজে হয়ে ওঠে না। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এর গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেন—

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾

অর্থ: "তোমরা মসজিদে এতেকাফ অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো না।" — সূরা আল-বাকারা: ১৮৭

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা এতেকাফ অবস্থায় বৈধ বৈবাহিক সম্পর্ককেও নিষিদ্ধ করেছেন, যা প্রমাণ করে যে এতেকাফের দিনগুলো কতটুকু পবিত্র।

৩.৩ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবিচলতা:

হযরত রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র সীরাত বা জীবনচরিত্র অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, তিনি রমজান মাসের শেষ দশকে অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় ইবাদতের মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দিতেন। তিনি নিজে কখনো এই দশকের এতেকাফ মিস করেননি। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে—

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ»

অর্থ: "নবী কারীম ﷺ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিয়মিত রমজানের শেষ দশকে এতেকাফ করতেন।" — সহিহ আল-বুখারি

আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর মতো নিষ্পাপ মহামানব, যাঁর আগের ও পরের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল, তিনি যদি মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত এই আমল এত গুরুত্বের সাথে পালন করে থাকেন, তবে উম্মতের জন্য এর গুরুত্ব কত বেশি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

৩.৪ লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান:

এতেকাফের অন্যতম প্রধান এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো 'লাইলাতুল কদর' বা কদরের রাত অনুসন্ধান করা। লাইলাতুল কদর হলো এমন একটি মহিমান্বিত রাত, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম এবং যে রাতে ইবাদত করলে তিরাশি বছর চার মাসের চেয়েও বেশি সময় ইবাদত করার সওয়াব হাসিল হয়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾

অর্থ: "শবে কদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।" — সূরা আল-কদর: ৩

যেহেতু এই রাতটি রমজানের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তাই কোনো ব্যক্তি যদি শেষ দশকে পূর্ণাঙ্গভাবে এতেকাফ পালন করেন, তবে তিনি নিশ্চিতভাবেই এই মহিমান্বিত রাতের ফযিলত ও সওয়াবের অংশীদার হতে পারেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধানে উম্মতকে তাগিদ দিয়ে বলেছেন—

«تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ»

অর্থ: " তোমরা রমজানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করো।" — সহিহ আল-বুখারি

৩.৫ আত্মশুদ্ধির ডকইয়ার্ড:

মানুষের মন স্বভাবগতভাবেই দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন হতে পছন্দ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাব, চাকরি-বাকরির প্রতিযোগিতা এবং সামাজিক নানা লৌকিকতা মানুষকে ভেতর থেকে ক্লান্ত ও আধ্যাত্মিকভাবে মৃতপ্রায় করে ফেলে। এতেকাফ হলো মানুষের জং ধরা আত্মাকে পলিশ বা পরিষ্কার করার একটি স্বর্গীয় ডকইয়ার্ড। এতেকাফ অবস্থায় একজন ব্যক্তি চব্বিশ ঘণ্টা এক বিশেষ ইবাদতের আবহে নিমজ্জিত থাকেন। সেখানে ফরয নামাযসমূহের পাশাপাশি বেশি বেশি নফল ও তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর দরবারে তাসবীহ, জিকির-আজকার ও দরূদ শরিফ পাঠ করার মাধ্যমে মানুষের ভেতরের হিংসা, অহংকার ও রিয়া (লোকদেখানো মানসিকতা) দূর হয়ে আত্মা সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ হয়।

৩.৬ গুনাহ থেকে বাঁচার ঢাল:

বর্তমান যুগের সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশে প্রতি পদে পদে গুনাহের ফাঁদ পাতা রয়েছে। অনর্থক কথাবার্তা, গীবত (পরনিন্দা), চোগলখোরী, মিথ্যাচার ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে সাধারণ জীবনে বেঁচে থাকা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এতেকাফকারী ব্যক্তি যেহেতু একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, তাই তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এসব সামাজিক ব্যাধি ও পাপাচার থেকে নিরাপদ দূরত্বে চলে যান। রাসুলুল্লাহ ﷺ মুমিনের নীরবতা ও সংযমের শিক্ষা দিয়ে ইরশাদ করেছেন—

»مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ«

অর্থ: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে।" — সহিহ মুসলিম

৩.৭ ফেরেশতাদের নিরবচ্ছিন্ন দোয়া:

ইবাদতে নিয়োজিত মুমিন বান্দার জন্য আল্লাহর নিষ্পাপ ফেরেশতারা প্রতিনিয়ত ক্ষমা ও রহমতের দোয়া করতে থাকেন। এতেকাফকারী ব্যক্তি যেহেতু তার সমস্ত ব্যক্তিগত কাজ ফেলে রেখে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বসে থাকেন, তাই তিনি ফেরেশতাদের বিশেষ দোয়ার উপযুক্ত পাত্রে পরিণত হন। সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—

«إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاه ُ»

অর্থ: "তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত তার নামাজের স্থানে (ইবাদতের নিয়তে) অবস্থান করে, ফেরেশতারা তার জন্য অবিরাম দোয়া করতে থাকে।" — সহিহ আল-বুখারি

৩.৮ মহিলাদের এতেকাফের বিশেষ ফযিলত:

মুসলিম নারীরাও যাতে পুরুষদের মতো এই সমস্ত ফযিলত ও অসামান্য সওয়াব থেকে বঞ্চিত না হন, সেজন্য ইসলাম তাদের ঘরের নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এতেকাফ করার সুযোগ করে দিয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ, যাঁরা নারী জাতির জন্য সর্বোত্তম আদেশ, তাঁরা নিয়মিত এতেকাফ করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত—

«كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِ ﷺ يَعْتَكِفْنَ مَعَهُ وَمِنْ بَعْدِه ِ»

অর্থ: "নবী কারীম ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সাথে এবং তাঁর ওফাতের পরেও এতেকাফ করতেন।" — সহিহ মুসলিম

৩.৯ এতেকাফ ও তাকওয়া অর্জন:

পবিত্র রমজান মাসের মূল এবং প্রধান উদ্দেশ্য হলো বান্দার জীবনে 'তাকওয়া' বা আল্লাহভীতি অর্জন করা। এতেকাফ সেই তাকওয়া অর্জনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত ও পূর্ণতা দান করে। কারণ এতেকাফ মানুষকে শেখায় কীভাবে নিজের ইচ্ছা, ক্ষুধা, ঘুম এবং আরামকে আল্লাহর হুকুমের সামনে সমর্পণ করতে হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যাতে তোমরা তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অর্জন করতে পারো।" — সূরা আল-বাকারা: ১৮৩

রমজানের সামগ্রিক আমলসমূহের মধ্যে এতেকাফ হলো তাকওয়া ও ইহসান (আল্লাহকে দেখছেন এমন অনুভূতি) অর্জনের সবচেয়ে কার্যকর ও সফল মাধ্যম।

৪. কুরআন ও হাদিসের আলোকে এতেকাফ

৪.১ কুরআনের অকাট্য ভিত্তি:

ইসলামী শরিয়তের যেকোনো বিধানের চূড়ান্ত এবং মূল উৎস হলো পবিত্র কুরআনুল কারীম। এতেকাফ এমন কোনো প্রথাসিদ্ধ আমল নয় যা পরবর্তী যুগে তৈরি হয়েছে; বরং এর ভিত্তি খোদ পবিত্র কুরআনের অকাট্য আয়াতসমূহ দ্বারা সুপ্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এতেকাফের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং এর আদব বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

﴿وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود ﴾

অর্থ: "আই ইবরাহিম ও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, এতেকাফকারী এবং রুকু-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখো।" — সূরা আল-বাকারা: ১২৫

এই আয়াতে ব্যবহৃত "العَاكِفِين" (আল-আকিফীন) শব্দটি সরাসরি এতেকাফকারীদের নির্দেশ করে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামপূর্ব যুগেও আল্লাহর দরবারে নিজেকে সমর্পণ করার এই অনন্য মাধ্যমটি প্রচলিত ছিল।

৪.২ আইনি বিধিনিষেধ ও আয়াত:

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এতেকাফের সময়কালীন কিছু সুনির্দিষ্ট আইনি নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছেন, যা এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপকে আরও সুসংহত করে। সূরা আল-বাকারায় ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾

অর্থ: "তোমরা মসজিদে এতেকাফ অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো না।" — সূরা আল-বাকারা: ১৮৭

৪.৩ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাস্তব সুন্নাহ:

হাদিস শরিফে এতেকাফের গুরুত্ব ও এর বাস্তব প্রয়োগের ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ ﷺ মদিনার জীবনে কখনো এতেকাফ বর্জন করেননি, যা এর সুন্নতে মুয়াক্কাদা হওয়ার অকাট্য দলিল। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত—

»كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ «

অর্থ: "নবী কারীম ﷺ নিয়মিত রমজানের শেষ দশকে এতেকাফ করতেন।" — সহিহ আল-বুখারি

৪.৪ উম্মাহাতুল মুমিনীনদের ধারাবাহিকতা:

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মাহাতুল মুমিনীন এই আমলকে যেভাবে জারি রেখেছিলেন, তা বর্ণনায় এসেছে—

»ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِه «

অর্থ: "অতঃপর তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীগণও তাঁর ওফাতের পরে এতেকাফ পালন করেছেন।" — সহিহ মুসলিম

এই হাদিসটি মুসলিম নারী সমাজের জন্য অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক এবং এটি স্পষ্ট করে যে, নারীদের এতেকাফ সুন্নাহর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৪.৫ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুদীর্ঘ সাধনা:

রাসুলুল্লাহ ﷺ মূলত লাইলাতুল কদরের সঠিক সময়টি নিশ্চিতভাবে পাওয়ার জন্যই রমজানের শেষ দশকে এতেকাফে বসতেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন—

»إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ، ثُمَّ قِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِر «

অর্থ: "আই লাইলাতুল কদরের সন্ধানে প্রথম দশকে এতেকাফ করেছি, অতঃপর মধ্য দশকে এতেকাফ করেছি, তারপর আমাকে জানানো হয়েছে যে, তা মূলত শেষ দশকে রয়েছে।" — সহিহ মুসলিম

৪.৬ শেষ দশকের ঐকান্তিক প্রস্তুতি:

রমজানের শেষ দশক শুরু হলে রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজের আরাম-আয়েশ ও ঘুম সম্পূর্ণ হারাম করে দিতেন এবং পরিবারের সবাইকে ইবাদতের জন্য জাগ্রত করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন—

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَر»

অর্থ: "রমজানের শেষ দশক প্রবেশ করলে রাসুলুল্লাহ ﷺ সারা রাত জাগতেন, তাঁর পরিবারকে জাগাতেন এবং ইবাদতের জন্য কোমর শক্ত করে বেঁধে নিতেন।" — সহিহ আল-বুখারি

৪.৭ নারীদের তাঁবু খাটিয়ে এতেকাফের বিবরণ:

পবিত্র হাদিস গ্রন্থে নারীদের এতেকাফের পদ্ধতি ও তাদের আগ্রহের চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে এসেছে—

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، إِذَا أَخْبِيَةٌ: خِبَاءُ عَائِشَةَ وَخِبَاءُ حَفْصَةَ وَخِبَاءُ زَيْنَب»

অর্থ: "নবী কারীম ﷺ যখন এতেকাফ করতে চাইলেন এবং তাঁর নির্ধারিত এতেকাফের স্থানে গেলেন, তখন তিনি সেখানে কয়েকটি তাঁবু দেখতে পেলেন; যা ছিল আয়েশা, হাফসা এবং যায়নাব (রা.)-এর তাঁবু।" — সহিহ আল-বুখারি এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে নারীদের এতেকাফের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হতো।

৪.৮ সালাফে সালেহীনের বক্তব্য:

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পরেও সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং ফকীহগণ এতেকাফকে দ্বীনের একটি জীবন্ত প্রতীক হিসেবে ধরে রেখেছিলেন। বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী (রহ.) দুঃখ প্রকাশ করে বলতেন— "অত্যo০ভ আশ্চর্যের বিষয় হলো, মানুষ এতেকাফ ছেড়ে দিয়েছে! অথচ রাসুলুল্লাহ ﷺ মদিনায় আগমনের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কখনো রমজানের শেষ দশকের এতেকাফ ছাড়েননি।"

৫. মহিলাদের এতেকাফের বিধান

৫.১ শরয়ি সমতা ও নারীদের অধিকার:

ইসলাম একটি বৈষম্যহীন এবং পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। এটি পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের সমান সুযোগ দান করেছে। ইসলামী শরিয়তের আলোকে মহিলাদের এতেকাফ সম্পূর্ণ বৈধ, প্রামাণ্য এবং অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে—

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَاعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ»

অর্থ: "নবী কারীম ﷺ নিয়মিত রমজানের শেষ দশকে এতেকাফ করতেন এবং তাঁর ওফাতের পরেও তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ নিয়মিত এতেকাফ পালন করেছেন।" — সহিহ আল-বুখারি

৫.২ 'মসজিদুল বাইত' বা ঘরের নির্ধারিত স্থান:

পুরুষদের জন্য এতেকাফের অপরিহার্য শর্ত হলো জামে মসজিদ। তবে নারীদের শারীরিক গঠন, নিরাপত্তা এবং পর্দার বিধানের কথা বিবেচনা করে ফকীহগণ বলেছেন, মহিলাদের জন্য মসজিদে এসে এতেকাফ করা মাকরুহে তাহরিমি। তাদের জন্য তাদের নিজেদের ঘরের নির্ধারিত নামাজের স্থান বা নিরিবিলি কক্ষই হলো এতেকাফের আসল ও সর্বোত্তম স্থান। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ নারীদের ঘরের ভেতরের ইবাদতকে অগ্রাধিকার দিয়ে ইরশাদ করেছেন—

«وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُن»

অর্থ: "এবং তাদের ঘরই তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি উত্তম।" — সুনানে আবু দাউদ

৫.৩ স্বামীর অনুমতি ও বৈবাহিক আইনি শর্ত:

বিবাহিত মহিলাদের জন্য এতেকাফে বসার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনি শর্ত হলো স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করা। স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোনো বিবাহিত নারীর জন্য রমজানের সুন্নাত এতেকাফ বা অন্য কোনো নফল এতেকাফে বসা শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয়। পবিত্র হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন—

»لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ «

অর্থ: "স্বামী উপস্থিত থাকা অবস্থায় স্ত্রী তার অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো নফল রোজা রাখবে না।" — সহিহ আল-বুখারি ফকীহগণ এই হাদিসের আলোকেই কিয়াস করে বলেছেন যে, এতেকাফের ক্ষেত্রেও স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করা ফরজ।

৫.৪ সুনির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারণ:

রমজানের সুন্নাত এতেকাফের সুনির্দিষ্ট সময় হলো ২০শে রমজান সূর্যাস্তের সামান্য কিছুক্ষণ পূর্বে ঘরের নির্ধারিত 'মুসল্লা' বা স্থানে নিয়তের সাথে প্রবেশ করা। এরপর থেকে শুরু করে শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা পর্যন্ত তাকে সেই স্থানেই অবস্থান করতে হবে।

৫.৫ ইবাদতের চমৎকার রুটিন:

এতেকাফের দিনগুলো অত্যন্ত মূল্যবান, তাই মহিলারা এই সময়ে ঘরের অলসতা পরিহার করে সর্বোচ্চ পরিমাণে ইবাদতে মগ্ন থাকবেন। তাদের করণীয় প্রধান কাজগুলো হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সঠিক সময়ে আদায় করা, পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত করা এবং সকাল-সন্ধ্যায় জিকির ও ইস্তিগফারে মগ্ন থাকা।

৫.৬ অনর্থক কাজ থেকে দূরে থাকা:

অপ্রয়োজনীয় দুনিয়াবি কথাবার্তা বলা এবং ঘরোয়া গীবত ও পরনিন্দায় লিপ্ত হওয়া এতেকাফের রূহকে ধ্বংস করে দেয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ মুমিনের চরিত্রের সৌন্দর্য বর্ণনা করে বলেছেন—

«مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيه»

অর্থ: "মানুষের ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করা।" — জামে আত-তিরমিযি

৫.৭ হায়েজ বা প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা:

যদি কোনো মহিলা ২০শে রমজান এতেকাফে বসার পর, হঠাৎ করে তার হায়েজ বা পিরিয়ড শুরু হয়ে যায়, তবে শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী তার এতেকাফ সাথে সাথে ভেঙে যাবে। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলা সাথে সাথে এতেকাফের স্থান ত্যাগ করবেন এবং পরবর্তীতে শুধুমাত্র সেই ভেঙে যাওয়া ১টি দিনের এতেকাফ রোজা সহকারে কাজা আদায় করে নেবেন।

৫.৮ পারিবারিক দায়িত্ব ও সহযোগিতা:

মহিলারা যেহেতু ঘরে এতেকাফ করেন, তাই পরিবারের অন্যান্য সদস্য, বিশেষ করে স্বামী এবং সন্তানদের দায়িত্ব হলো এতেকাফরত মহিলাকে পূর্ণ সহযোগিতা করা। এই ১০টি দিন ঘরের রান্নাবান্না ও অন্যান্য ভারী কাজের চাপ থেকে তাকে মুক্ত রাখা উচিত।

৫.৯ আত্মিক ও ব্যবহারিক নেয়ামত লাভ:

ঘরে এতেকাফ করার মাধ্যমে একজন মুসলিম নারী নিজের জীবনে অসামান্য আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক কল্যাণ বয়ে আনতে পারেন। এর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার একটি গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং ঘরের ভেতরে একটি সুন্দর দ্বীনি পরিবেশ তৈরি হয়।

৬. মহিলাদের এতেকাফের মাসআলা-মাসায়েল

৬.১ নিয়তের মাসআলা:

নিয়ত ছাড়া কোনো শারীরিক অবস্থান বা উপাসনা ইবাদত হিসেবে গণ্য হয় না। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর বিখ্যাত হাদিসে ইরশাদ করেছেন—

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»

অর্থ: "নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।" — সহিহ আল-বুখারি অতএব, একজন মহিলা যখন রমজানের শেষ দশকে এতেকাফে বসবেন, তখন ২০শে রমজান সূর্যাস্তের পূর্বে মনে মনে সুন্নাত এতেকাফের নিয়ত বা সংকল্প করবেন।

৬.২ সীমানা নির্ধারণের মাসআলা:

মহিলারা ঘরের যে কক্ষ বা স্থানটি এতেকাফের জন্য নির্ধারণ করবেন, এতেকাফ শুরু করার পর থেকে সেই নির্ধারিত স্থানটুকুই উক্ত মহিলার জন্য মসজিদের মতো পবিত্র সীমানা হিসেবে গণ্য হবে। তিনি সেই নির্দিষ্ট জায়গার বাইরে বিনা প্রয়োজনে পা রাখতে পারবেন না।

৬.৩ জরুরি মানবীয় প্রয়োজন:

ফকীহগণ মহিলাদের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট জরুরি বিষয় নির্ধারণ করেছেন, যেগুলোর জন্য তারা এতেকাফের স্থান থেকে সাময়িকভাবে বের হতে পারবেন। যেমন: প্রাকৃতিক প্রয়োজন (পেশাব-পায়খানা), ফরজ গোسل, ওযু করার জন্য এবং যদি ঘরে খাবার এনে দেওয়ার মতো কেউ না থাকে তবে খাবার রান্না করার জন্য রান্নাঘরে যাওয়া।

৬.৪ কথাবার্তার সীমা:

এতেকাফ অবস্থায় সম্পূর্ণ বোবা বা নীরব থাকার কোনো বিধান ইসলামে নেই। তবে অপ্রয়োজনীয় দুনিয়াবি কথাবার্তা এড়িয়ে চলাই নিয়ম। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন—
«مَنْ صَمَتَ نَجَا»

অর্থ: "যে ব্যক্তি নীরব থাকে, সে মুক্তি পায়।" — জামে আত-তিরমিযি

৬.৫ ডিজিটাল ডিভাইসের শরয়ি বিধান:

এতেকাফ অবস্থায় অপ্রয়োজনে মোবাইল স্ক্রলিং করা, বন্ধুদের সাথে চ্যাটিং করা এতেকাফের মূল আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। তবে যদি মোবাইলের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত শোনা হয় বা কোনো জরুরি ইসলামিক ফতোয়া সার্চ করা হয়, তবে তা জায়েয হবে।

৬.৬ বিশ্রাম ও আরামের মাসআলা:

এতেকাফ অবস্থায় ঘুমানো বা বিশ্রাম নেওয়া সম্পূর্ণ জায়েয এবং এতে এতেকাফের কোনো ক্ষতি হয় না। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন অতিরিক্ত ঘুমানোর কারণে ইবাদতের মূল্যবান সময় নষ্ট না হয়ে যায়।

৬.৭ শিশুর যত্ন ও মাতৃত্বের হক:

যেসব মহিলার ছোট শিশু সন্তান রয়েছে, তারা এতেকাফের স্থানে বসেই সন্তানকে দুধ খাওয়াতে পারবেন বা তাকে কোলে নিয়ে শান্ত করতে পারবেন। শরিয়ত মাতৃত্বের স্বাভাবিক অধিকারকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছে।

৬.৮ পর্দার কঠোরতা বজায় রাখা:

মহিলারা যদিও ঘরের ভেতরে এতেকাফ পালন করেন, তবুও তাদের জন্য পর্দার বিধান পুরোপুরি বলবৎ থাকবে। এতেকাফ চলাকালীন ঘরের কোনো গায়রে মাহরাম পুরুষ যেন সেই কক্ষের সামনে না আসেন, সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن﴾

অর্থ: "এবং তোমরা তোমাদের নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করো (পর্দার সাথে)।" — সূরা আল-আহযাব: ৩৩

৬.৯ সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া পাঠ:

এতেকাফ অবস্থায় মহিলারা বিশেষ বিশেষ দোয়া পাঠ করবেন। বিশেষ করে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর শিখিয়ে দেওয়া এই চমৎকার দোয়াটি বেশি বেশি পড়বেন—

«اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা করাকে ভালোবাসেন; অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন।" — জামে আত-তিরমিযি

৭. মহিলাদের এতেকাফ ভঙ্গের কারণসমূহ

৭.১ স্থান ত্যাগের কারণে ভঙ্গ হওয়া:

ফিকহ শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী, যদি কোনো মহিলা শরয়ি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া স্বেচ্ছায় বা ভুলবশত তার নির্ধারিত 'মুসল্লা' বা কক্ষের বাইরে এক মুহূর্তের জন্যও পা রাখেন, তবে তার এতেকাফ সাথে সাথে ভেঙে যাবে।

৭.২ দাম্পত্য মিলনের নিষেধাজ্ঞা:

এতেকাফ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার শারীরিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ইরশাদ করেছেন—

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾

অর্থ: "আর তোমরা মসজিদে এতেকাফ অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো না।" — সূরা আল-বাকারা: ১৮৭

৭.৩ প্রাকৃতিক ও ঋতুস্রাবের কারণ:

এতেকাফ অবস্থায় যদি কোনো মহিলার পিরিয়ড বা হায়েজ শুরু হয়ে যায়, তবে তার এতেকাফের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায় এবং এতেকাফ ভেঙে যায়। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলার জন্য নির্ধারিত স্থানে বসে থাকা জায়েয নয়, তিনি সাথে সাথে স্থান ত্যাগ করবেন।

৭.৪ স্বেচ্ছায় নিয়ত ভঙ্গ করা:

যদি কোনো মহিলা এতেকাফে বসার পর, কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়াই নিজের অধৈর্যতা বা অলসতার কারণে স্বেচ্ছায় নিয়ত ভঙ্গ করে এতেকাফের স্থান থেকে বের হয়ে যান, তবে তার এতেকাফ ভেঙে যাবে।

৭.৫ অজ্ঞান বা মস্তিস্কের বিকৃতি:

যদি কোনো এতেকাফকারী মহিলা হঠাৎ কোনো কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ সময় বা কয়েক দিন একটানা অজ্ঞান বা অচেতন থাকেন, তবে তার এতেকাফ ভেঙে যাবে। কারণ এতেকাফ সহিহ হওয়ার জন্য সুস্থ মস্তিস্ক থাকা শর্ত।

৭.৬ কবিরা গুনাহের প্রভাব:

যদিও সব রকমের গুনাহের কারণে এতেকাফ সরাসরি ভেঙে যায় না, তবে মিথ্যা বলা, গীবত বা পরনিন্দা করার মাধ্যমে এতেকাফের সমস্ত সওয়াব ও ফযিলত নষ্ট হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন—

«رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوع ُ»

অর্থ: "অনেক রোজাদার ব্যক্তি এমন আছে, যারা তাদের রোজা থেকে ক্ষুধা ও পিপাসা ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারে না।" — সুনানে ইবনে মাজাহ

৭.৭ বাণিজ্যিক লিপ্ততা:

এতেকাফ অবস্থায় কোনো প্রয়োজন ছাড়া বাণিজ্যিক চুক্তি করা, কেনাবেচা করা বা অতিরিক্ত অর্থনৈতিক আলোচনা করা ফকীহদের মতে মাকরুহ, যা এতেকাফের আধ্যাত্মিক সুফলকে নষ্ট করে।

৭.৮ আপৎকালীন ও জরুরি অবস্থা:

যদি পরিবারে এমন কোনো ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয় যেখানে জানমালের নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয় (যেমন আগুন লাগা বা ভূমিকম্প), তবে এতেকাফ ভেঙে বের হওয়া জায়েয। ইসলাম সর্বদা মানুষের জীবন ও নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়।

৭.৯ কাজা আদায়ের পদ্ধতি:

রমজানের শেষ দশকের সুন্নাত এতেকাফ যদি মাঝপথে ভেঙে যায়, তবে রমজান মাসের পরে যেকোনো দিন ১টি রোজা রেখে শুধুমাত্র সেই ভাঙা দিনটির কাজা আদায় করা ওয়াজিব।

৮. বর্তমান সমাজে মহিলাদের এতেকাফের বাস্তবতা

৮.১ আধুনিক সমাজে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ:

আজকের একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক সমাজে মুসলিম নারীদের মাঝে দ্বীনি সচেতনতা মেনে চলার আগ্রহ পূর্বের যেকোনো সময়ের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান যুগে নারীদের মাঝে পবিত্র রমজান মাসের শেষ দশকে এতেকাফ পালন করার এক অভূতপূর্ব আগ্রহ ও উদ্দীপনা লক্ষ করা যাচ্ছে।

৮.২ সামাজিক ও পারিবারিক ব্যস্ততার চ্যালেঞ্জ:

বর্তমান সমাজে একজন মুসলিম নারীর জন্য একটানা ১০ দিন সমস্ত কাজ থেকে আলাদা হয়ে এতেকাফে বসা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। আমাদের সামাজিক কাঠামোতে রমজান মাসে সেহরি ও ইফতারের নানাবিধ আয়োজনের সমস্ত ধকল সাধারণত নারীদের ওপরই বর্তায়, যা একটি বড় সামাজিক প্রতিবন্ধকতা।

৮.৩ ডিজিটাল আসক্তির কুফল:

বর্তমান সমসাময়িক সমাজের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো স্মার্টফোন এবং ইন্টারনেট আসক্তি। অনেক নারী ঘরের কোণে এতেকাফে বসলেও তাদের হাতের স্মার্টফোনটি সচল থাকে, যা এতেকাফের মূল আধ্যাত্মিক রূহ বা আত্মাকে সম্পূর্ণ মেরে ফেলে।

৮.৪ ঘরকেন্দ্রিক আমলের মনস্তাত্ত্বিক সৌন্দর্য:

ইসলাম নারীদের মর্যাদা ও সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে ঘরকেন্দ্রিক ইবাদতকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। হযরত রাসুলুল্লাহ ﷺ নারীদের ঘরের ভেতরের ইবাদতের প্রশংসা করে বলেছেন—

«وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُن»

অর্থ: "এবং তাদের ঘরই তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর ও উত্তম।" — সুনানে আবু দাউদ

৮.৫ আধুনিক ফিতনা থেকে মুক্তির উপায়:

আমরা এমন একটি যুগে বসবাস করছি যেখানে ইন্টারনেট ও সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে নানাবিধ ফিতনা আমাদের চারপাশকে গ্রাস করে নিয়েছে। এইরকম একটি কলুষিত সামাজিক পরিবেশে এতেকাফ হলো মানুষের আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখার একটি চমৎকার মাধ্যম।

৮.৬ পরবর্তী প্রজন্মের ওপর ইতিবাচক প্রভাব:

রমজানের শেষ দশকে একটি শিশু যখন দেখে তার মা ঘরের একটি নির্দিষ্ট কোণে দুনিয়ার সব কাজ ফেলে চব্বিশ ঘণ্টা কুরআন তিলাওয়াত করছেন, তখন সেই শিশুর অন্তরে দ্বীনের প্রতি এক গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়।

৮.৭ সঠিক মাসআলা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা:

সমাজে মহিলাদের এতেকাফকে আরও জনপ্রিয় এবং ত্রুটিমুক্ত করার জন্য ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উলামায়ে কেরাম ও মসজিদের ইমামগণ জুমার খুতবায় এবং রমজানের আলোচনায় মহিলাদের এতেকাফের গুরুত্ব ও মাসআলা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

৯. উপসংহার

যাবতীয় প্রশংসা ও গভীর কৃতজ্ঞতা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পবিত্র দরবারে, যাঁর অশেষ মেহেরবানি ও তৌফিকে "মহিলাদের এতেকাফের মাসআলা-মাসায়েল" শীর্ষক এই বিস্তারিত গবেষণাপত্রটি সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হলো। বক্ষ্যমাণ গবেষণাপত্রে পবিত্র কুরআন, সহিহ হাদিসের প্রামাণ্য বাণী এবং ধ্রুপদী ফিকহ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য উৎসের আলোকে মহিলাদের এতেকাফের সামগ্রিক রূপরেখা ও এর চুলচেরা বিশ্লেষণ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সমগ্র আলোচনার নির্যাস থেকে এটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামে মহিলাদের এতেকাফ কোনো নতুন প্রথা নয়; বরং এটি উম্মাহাতুল মুমিনীন এবং মহিলা সাহাবিগণের নিয়মিত আমল দ্বারা সুপ্রমাণিত একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ সুন্নাত ইবাদত। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের দেশের এবং সমগ্র বিশ্বের মুসলিম মা-বোনদের পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করার তৌফিক দান করুন এবং নারীদেরকে ঘরের নিরাপদ ও পবিত্র পরিবেশে সঠিক নিয়ম-কানুন মেনে এতেকাফ পালন করার মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন চিরস্থায়ী সফলতা অর্জন করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

১০. গ্রন্থপঞ্জি

১. **আল-কুরআনুল কারীম** (অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর, মদিনা মুনাওয়ারা)। ২. আল-বুখারি, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল। ***সহিহ আল-বুখারি***। কিতাবুল এতেকাফ, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। ৩. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী। ***সহিহ মুসলিম***। কিতাবুল এতেকাফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ। ৪. সিজিসতানি, আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আশআস। ***সুনানে আবু দাউদ***। কিতাবুস সাওম, আল-হাদিস একাডেমি, ঢাকা। ৫. তিরমিযি, আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা। ***জামে আত-তিরমিযি***। কিতাবুস সাওম, তাওহীদ পাবলিকেশন্স। ৬. ইবনে মাজাহ, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ। ***সুনানে ইবনে মাজাহ***। কিতাবুস সিয়াম। ৭. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়াহ (***ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী***)। খণ্ড-১, কিতাবুস সাওম, এতেকাফ অধ্যায়, বৈরুত সংস্করণ। ৮. আল-মারগিনানি, বুরহানুদ্দিন আবুল হাসান। ***আল-হিদায়া***। খণ্ড-১, কিতাবুস সাওম, এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা। ৯. কাসানি, আলাউদ্দিন আবু ‍বকর ইবনে মাসুদ। ***বাদায়েউস সানায়ে ফী তারতীবিশ শারায়ে'***। কিতাবুল এতেকাফ। ১০. শুরুনবুলালি, হাসান ইবনে আম্মার। ***মারাকিল ফালাহ শরহু নূরিল ইযাহ***। বাবুল

এতেকাফ। ১১. থানভী, আশরাফ আলী (রহ.)। ***বেহেশতি জেওর*** (পূর্ণাঙ্গ মাসআলা খণ্ড)। সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা। ১২. মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.)। ***মাআরিফুল কুরআন*** (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ। ১৩. ইবনে কাসির, ইমাদুদ্দিন আবুল ফিদা। ***তাফসির ইবনে কাসির***। সূরা আল-বাকারার ১৮৭ নম্বর আয়াতের তাফসীর, খণ্ড-১। ১৪. ইসলামী ফিকহ ও ফতোয়া বিষয়ক দেশী-বিদেশী বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ ও সাময়িকী।